আজকের কাগজ

তারিখ 25 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

182

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং উন্নয়নগতিতে প্রাণ সঞ্চারের জন্যে অবিলম্বে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কর্মসূচিকে কার্যকর করা প্রয়োজন। কেননা একথা সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, শিক্ষাহীন জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যেই জাতীয় ক্ষেত্রে নীতিগত এবং আইনগতভাবে প্রাথমিক শিক্ষার কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিলো গত ১ জানুয়ারি থেকে কিন্তু তার বাস্তবায়ন কার্যক্রম স্থবিরতায় পর্যবসিত হয়েছে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেশের বিশেষ মহল কার্যক্ষেত্রে বিরাজমান অবকাঠামো বহাল রাখাকেই দায়ী করেছেন। বস্তুত শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রেই নয়, সকল ক্ষেত্রেই বিরাজ করছে একই সমস্যা-অর্থাৎ উন্নয়নমুখী অবকাঠামোর অভাব। বাংলাদেশের শিক্ষা নীতি এবং এর প্রশাসনিক উন্নয়ন কাঠামোয় সেই ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যই এখনও বহাল, সেই দীর্ঘসূত্রিতা, সেই উদ্যোগহীনতা, সেই রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক কর্মসূচির সঙ্গে অসহযোগী প্রক্রিয়া এখনও বিরাজমান।

এটা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের দোষ নয় দোষ প্রক্রিয়ার। এ কারণেই এখানে কোন গণতান্ত্রিক উদ্যোগ গৃহীত হলেও তা দোষদুষ্ট আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জটাজালে হারিয়ে যায়। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির অবস্থাও হয়েছে তথৈবচ।

সব প্রতিকূলতা ও সমস্যার সমাধান রাতারাতি হবে না কিন্তু পর্যায়ক্রমিক যে উদ্যোগ নেয়ার প্রয়োজন তা এই শিক্ষা ক্ষেত্রের বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামোর পক্ষে নেয়া সম্ভব নয়। কারণ এ ধরনের প্রশাসন জাতীয় প্রতিকূলতা মোকাবেলার মতো করে গঠিত নয়। কাজেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার মতো গণতান্ত্রিক ও গণমুখী কার্যক্রম হাতে নিলে তার বাস্তবায়নের জন্যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক ও গণমুখী পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। কেবল তা হলেই এ ধরনের উদ্যোগ সফল হতে পারে। এছাড়াও সামাজিকভাবে এর প্রয়োজনীয়তা সকলকে উপলব্ধি করানোর জন্যেও প্রয়োজন জাতীয় ঐক্যভিত্তিক ব্যাপক রাজনীতিক কার্যক্রম, না হলে শিক্ষক-অভিভাবক এবং গ্রামীণ সমাজপতিদের মধ্যে প্রকৃত সচেতনতা সৃষ্টি হবে না- যে সচেতনতা এ ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে অপরিহার্য। এছাড়া পাঠ্য উপকরণের অপ্রতুলতা, মহার্ঘ্য তো এবং অন্য নানাবিধ কারণে ড্রপ আউটের যে ব্যাপক প্রবণতা রয়েছে তারও অবসানকল্পে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন। শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল স্তরে এখন যে নিষ্ক্রিয়তার নৈরাজ্য বিরাজ করছে একে দূরীভূত করার জরুরি পদক্ষেপ সরকার নেবেন বলে আশা করি।